সপ্তাহে দুদিন স্কুল মাঠে বসে পশুর হাট। দীর্ঘদিন ধরে ওই স্কুলমাঠে পশুর হাট বসায় বন্ধ হয়ে গেছে বিদ্যালয়ের নিয়মিত কার্যক্রম। এমন একটি চিত্র দেখা গেছে গোমস্তাপুর উপজেলার বাঙ্গাবাড়ী ইউনুস স্মরণী স্কুল ও কলেজ মাঠে। অনেকদিন ধরে কুচকাওয়াজ (অ্যাসেম্বলি) ও জাতীয় সংগীত না হওয়ার বিষয়টি জানান ছাত্র ও শিক্ষকরা। এমনিতেই বর্ষার সময় প্রতিষ্ঠানের মাঠ পানিতে ডুবে থাকে। তার ওপর সপ্তাহে দুদিন হাট বসিয়ে প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ নষ্ট করা হচ্ছে। এ নিয়ে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী এবং এলাকাবাসীর মনে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

advertisement 3

সরজমিন খোঁজ নিয়ে জানা যায়, বাঙ্গাবাড়ী স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষ মোস্তফা কামাল তার নিকটাত্মীয় তইস উদ্দিনকে প্রতিষ্ঠানের মাঠে পশুর হাট বসানোর মৌখিক অনুমতি দিয়ে রেখেছেন। সপ্তাহের প্রতি সোমবার ও বুধবার বিদ্যালয় মাঠে সকাল ৯টা থেকে ১২টা পর্যন্ত গরু-ছাগল-মহিষের হাট বসে। এতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রম চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

advertisement 4

এ প্রসঙ্গে কথা হয় অত্র প্রতিষ্ঠানের অফিস সহকারী ও পশুহাটের কথিত ইজারাদার তাইস উদ্দিনের সঙ্গে। তিনি বলেন, আমি প্রতিবছর ৮ হাজার টাকায় ২০১৫ সাল থেকে অদ্যবধি প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের নিকট থেকে মাঠটি ইজারা নিয়ে পশুর হাট পরিচালনা করে আসছি। হাট বসানোর কারণে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে- এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, কিছুটা হলেও পাঠদানের ক্ষতি হচ্ছে। তার পরও কেন করছেন- এমন প্রশ্নে তিনি সদুত্তর দেননি।

অত্র প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ মোস্তফা কামাল জানান, প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাইস উদ্দিনকে প্রতিবছর ৫ হাজার টাকার চুক্তিতে হাট বসানোর অনুমতি দেওয়া আছে। ইজারার টাকা নিয়মিত ব্যাংকে জমা দেওয়া হয়। হাট বসানোর কারণে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে- এ প্রশ্নে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যহত হওয়ার বিষয়টি তিনি স্বীকার করেন।

তিনি আরও বলেন, আমি ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সাথে নিয়ে হাট বন্ধ করার চেষ্টা করে যাচ্ছি; কিন্তু ইজারাদারের কারণে এটা সম্ভব হচ্ছে না। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।

এ বিষয়ে কথা বলার জন্য উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ফেরদৌসী বেগমের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি মোবাইলে কোনো মন্তব্য দিতে রাজি হননি। কোনো কথা বলার থাকলে অফিসে আসেন বলে ফোন কেটে দেন। অতঃপর দুপুর ১টা ২০মিনিটে তার অফিসে গিয়ে তালাবদ্ধ দেখা গেছে। ওই সময়ে তাকে ফোন দেওয়া হলে তিনি ফোন কেটে দেন।

এবিষয়ে কথা বলার জন্য বাঙ্গাবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলামের নম্বরে একাধিকবার ফোন দিয়েও রিসিভ না করায় তার বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

উপজেলা চেয়ারম্যান হুমায়ূন রেজার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, স্কুল ও কলেজ মাঠে হাট বসানোর বিষয়টি বেআইনি। এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মাধ্যমে হাটের ইজারাদারকে ডেকে পাঠানো হয়েছে পশুর হাট বন্ধ করার জন্য।